প্রথম আলো

শিক্ষানীতি উপস্থাপন উপলক্ষে সেমিনার

স্থানীয় সরকার ও সমাজকে শিক্ষার মানোন্নয়নে সম্পৃক্ত করার তাগিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর আনুষ্ঠানিক উপস্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা রোধ করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন। পাশাপাশি বক্তারা শিক্ষার মান উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলেন, স্থানীয় সরকার এবং সমাজকে শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। অন্যথায় শিক্ষার মান সংরক্ষণ তথা পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা বন্ধ করা সম্ভব হবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে হোটেল শেরাটনে গতকাল বৃহস্পতিবার এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা সচিব ড. সা'দত হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তারা শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, বর্তমানে আমাদের শিক্ষায় শিক্ষককেন্দ্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থা প্রচলিত। এতে করে শিক্ষকদের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এর পরিবর্তন প্রয়োজন।

মন্ত্রী বলেন, এমন অনেক শিক্ষক আছেন, যাদের পোস্টিং ঢাকার বাইরে হলেও তারা ঢাকা শহরেই অবস্থান করেন এবং মাসে মাত্র একবার বা দুবার সেখানে যান। এই অবস্থা চলতে থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া ব্যাহত হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নকলের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভবিষ্যতে বিভিন্ন সময় এই নীতিটি নিয়ে নানা পর্যায়ে আলোচনা ও সেমিনারের আয়োজন করা হবে বলে ড. সা'দত হুসাইন জানান।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীর (নায়েম) মহাপরিচালক ড. মোঃ আনোয়ারুল হক সেমিনারে জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করে বলেন, আগামী ১০ বছরের মধ্যে এই শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। এই শিক্ষানীতিতে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলিত ধারার বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্যের বিষয়সমূহ সংযুক্ত করে এর আধুনিকীকরণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

সেমিনারে উন্মুক্ত আলোচনায় জাতীয় পাঠ্যক্রম ও কারিকুলাম বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এলতাস উদ্দিন আহমেদ, বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান এম মোকাম্মেল হক, জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম, পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব ডা. তাহমিনা হোসেন, অধ্যাপক নূরুল হক, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ড. নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. সাদেক, শেখ বোরহানুদ্দিন কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।